যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ নীতিমালা

মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. ভূমিকা:

ইসলাম একটি চলমান দীন। যা সব যুগে সকল বিষয়ের সমাধান দিতে সক্ষম। চলমান অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের যুগোপযোগি টেকসই সমাধান এতে বিদ্যমান। তবে প্রচলিত অর্থনীতি ভালো করে বুঝে শরীয়াহর সাথে সমন্বয় করা ও সমাধান বের করা এক কঠিনতম কাজ। প্রয়োজন এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আলেমের।

সময়ের এই প্রয়োজনকে পূরণ করতে ফিকহ ও ইসলামি অর্থনীতিতে দক্ষ রিজাল/জনবল তৈরি করার স্বপ্ন নিয়ে মুরুব্বি আলিমগণের পরামর্শে **আইএফএ কনসালটেন্সির** তত্ত্বাবধানে যাত্রা শুরু করেছে **'মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী'** নামে ফিকহুল মুআমালাতের দুই বছর মেয়াদি একটি উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

২ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমকে মোট ৬ টি সেমিস্টারে ভাগ করা হয়েছে। এতে রয়েছে ফিকহুল মুআমালাত, আধুনিক ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং, তাকাফুল, শেয়ার বাজার, ফিনটেক, সুকুক, ই-কমার্স, অ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্স, ফিকহুত ত্বিব/ফিকহ অব মেডিসিন, ইসলামিক ইনহেরিটেন্স 'ল'/উত্তরাধিকার নীতি, ইংরেজি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, বেসিক অ্যাকাউটিং ও বেসিক কর্পোরেট ফাইন্যান্স সহ আধুনিক অর্থনীতির সমসাময়িক নানান বিষয়। পাশাপাশি রয়েছে ফিকহ ও ফিকহুল মুআমালাত বিষয়ক শতাধিক ফতোয়া চর্চা।

আমাদের বৈশিষ্ট্য

☆ ফিকহুল মুআমালাতের উপর আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সিলেবাসে পাঠদান।

☆ ইসলামি অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উস্তাযগণের সরাসরি পাঠদান।

☆ বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তিদের দ্বারা বিষয়ভিত্তিক মুহাযারা/মাস্টার ক্লাস প্রদান।

☆ মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞজনের সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ।

☆ অ্যাওফি (বাহরাইন) কর্তৃক ইসলামি ফিন্যান্সে উচ্চতর সার্টিফিকেট অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি।

☆ শেষ সেমিস্টারে আন্তর্জাতিক জার্নালে পাবলিশ হওয়ার উপযোগী গবেষণাপত্র প্রস্তুত করা।

☆ আইএফএ কনসালটেন্সি ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ এবং মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ।

☆ বাংলাদেশে ইসলামি অর্থনীতিতে জাগরণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান আই এফ এ কনসালটেন্সির সরাসরি তত্ত্বাবধান।

আমরা আশাবাদী, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকারী প্রতিটি ছাত্র বিশ্বময় ইসলামী ফাইন্যান্সে লিডারশীপ অর্জনে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে তিনটি শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত করে 'পবিত্র রমজানুল মোবারক ১৪৪৫' এর পর থেকে ৪র্থ শিক্ষাবর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আগামী শিক্ষাবর্ষে আমরা আমাদের উভয় বর্ষে ২৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তির ইচ্ছা করেছি। শিক্ষার্থীদের অনেকেই পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তাদের মাসিক প্রদেয় পরিশোধের সামর্থ্য রাখে না। তাদের জন্য বড় অংকের স্কলারশীপের প্রয়োজন হয়।

সেই প্রয়োজন পূরণার্থেই উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর যাকাত ও অন্যান্য অনুদান গ্রহণ করে থাকে। তবে যাকাত যেহেতু একটি ফরজ ইবাদত, আবার তা অন্যের পক্ষে সংগ্রহ করা একটি বিশেষ দায়িত্ব, তাই উক্ত প্রতিষ্ঠান শুরু থেকেই যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের কাজটি শরিআহ অনুসরণ করত অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। এর জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র নীতিমালা। নিম্নে মাদরাসা কর্তৃক যাকাত সংগ্রহ, বিতরণ বিষয়ক শরিআহ নীতিমালা ও এ বিষয়ক আমাদের মাদরাসার কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করা হল-

২. মাদরাসা কর্তৃক যাকাত সংগ্রহের জন্য যোগ্যতা:

যেকোনও মাদরাসা যাকাত সংগ্রহের ইচ্ছা করলে তার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা জরুরী। যথা-

২.১। মাদরাসায় যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষার্থী বিদ্যমান থাকা। উপযুক্ত শিক্ষার্থী অর্থ-ক. সাবালক হওয়া। খ. সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয় এমন নূন্যতম সম্পদের মালিক না হওয়া। গ. নাবালক হলে তার পিতা বা শরঈ অভিভাবক যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হওয়া।

২.২। মাদরাসা কর্তৃক যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য সুনির্দিষ্ট শরিআহসম্মত গাইডলাইন বিদ্যমান থাকা।

২.৩। মাদরাসার আর্থিক বিবরণিতে যাকাতের আয়-ব্যয় সুনির্দিষ্টভাবে প্রদর্শণ করা।

আলহামদুলিল্লাহ, অত্র মাদরাসায় উক্ত বিষয়গুলো বিদ্যমান আছে।

৩.যাকাত সংগ্রহের ক্ষেত্রে মাদরাসার শরিআহ অবস্থান:

শরঈ দিক থেকে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মূলত মাদরাসার যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের পক্ষে যাকাত সংগ্রহ ও তাদের পেছনে ব্যয়ের জন্য উকীল বা প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ফলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই যাকাতদাতার যাকাত আদায় হয়ে যায়, যদিও তৎক্ষণাৎ তা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের পেছনে ব্যয় না হয়। (ইমদাদুল মুফতীন, পৃ.৮৯৫)

৪.মাদরাসার ফান্ড বা তহবিল বিভাজন:

মাদরাসার সাধারণত দুটি তহবিল থাকে। যথা-

৪.১. সাধারণ বা জেনারেল তহবিল। এ তহবিলের আয় উৎস হল- সাধারণ দান, অনুদান গ্রহণ করা হয়। এর ব্যয় খাত হল-উস্তাযগণের বেতন-ভাতা, মাদরাসার নির্মাণ খরচ ও অন্যান্য সাধারণ খরচ।

৪.২. লিল্লাহ তহবিল। এ তহবিলের আয় হল, যাকাত, ফিতরা, মানত ইত্যাদি ওয়াজিব দান। আর ব্যয় খাত হল, যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষার্থী। তাদের পেছনে যেভাবে ব্যয় হবে-

-খাবার প্রদান।
-মালিকানা প্রদানসহ বই, খাতা, কলম ইত্যাদি শিক্ষার উপকরণ প্রদান।
-চিকিৎসা সেবা প্রদান।

উক্ত দুটি তহবিল এর আয়-ব্যয় সম্পূর্ণ পৃথকভাবে হিসাব রাখতে হবে। বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীতে দুটির হিসাব-নিকাশ আলাদা করে প্রদর্শিত হবে।

আলহামদুলিল্লাহ, অত্র মাদরাসায় উক্ত উপরোক্ত নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হয়। প্রতি বছর যথারীতি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত হয়।

৫.যাকাত একাউন্টিং পদ্ধতি:

মাদরাসায় যাকাত প্রবেশ করার সাথে সাথে **'যাকাত গ্রহণের রশিদ'** নামে সুনির্দিষ্ট রশিদে তা এন্ট্রি দিতে হবে। সেই রশিদ দাতাকে প্রদান করা অথবা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) তা হিসাব রক্ষক স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করা। একাউন্টিং পদ্ধতি অনুসারে এটি মাদরাসার লিল্লাহ তহবিলের আয় বলে বিবেচিত হবে। এরপর যখন তা ব্যয় হবে, তখন তা উক্ত তহবিলের ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হবে, যা ব্যয়ের খাতা বা এন্ট্রি শিটে উল্লেখ থাকবে।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ব্যয় যাকাত দাতার বিবেচনায় নয়। কারণ তার ক্ষেত্রে যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই যাকাত আদায় হয়ে গিয়েছে। এটি উক্ত তহবিলের ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

৬.যাকাত তহবিল থেকে সাধারণ তহবিলে অর্থ স্থানান্তর প্রক্রিয়া:

সাধারণত যাকাত তহবিলের অর্থ অন্য তহবিলে নেয়া যাবে না। তবে বাস্তবে মাদরাসাসমূহের সাধারণ তহবিল নানা সময়ে ঘাটতির শিকার হয়। কারণ মানুষ যতেটা যাকাত আদায় করে, সেভাবে সাধারণ দান-অনুদান আদায়ে আগ্রহ তুলনামূলক কম থাকে। এদিকে যাকাত তহবিল যারা গ্রহণ করেন তথা শিক্ষার্থী, তাদের সেবায় ও শিক্ষাদানে যারা নিয়োজিত তাদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ তারা না থাকলে যাকাত তহবিলের গ্রহীতাও থাকবে না। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এই পরামর্শ দিয়েছেন যে,

প্রথমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য মাসিক মাথাপিছু ব্যয়/খরচ নির্ণয় করা হবে। যেমন হিসাব করে দেখা গেল, প্রতি মাসে একজন শিক্ষার্থীর পেছনে ব্যয় হয় ১০ হাজার টাকা। (এর মধ্যে খানা, আবাসিক চার্জ, উস্তাযগণের বেতন, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত)

এরপর একটি ওকালতনামা ফর্মের মাধ্যমে বছরের শুরুতেই ভর্তির সময় শিক্ষার্থী মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অনুমোদন প্রদান করবেন যে, যাকাত তহবিল থেকে উক্ত খরচ বা প্রদেয় তার পক্ষে ব্যয় করার জন্য সাধারণ তহবিলে তা গ্রহণ করতে পারবেন।

আমাদের মাদরাসা উক্ত নির্দেশনা অনুসারে ভর্তির সময় যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের থেকে নিম্নোক্ত ওয়াকালতনামায় স্বাক্ষর সংগ্রহ করে থাকে-

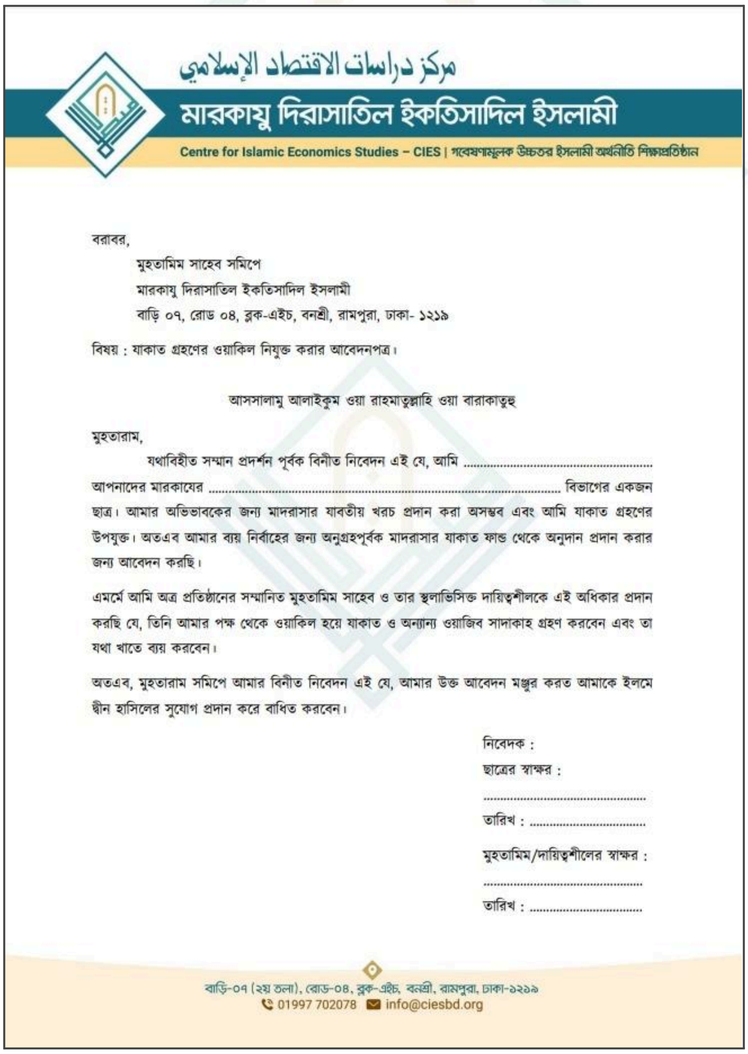

مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي
মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী
Centre for Islamic Economics Studies – CIES | গবেষণামূলক উচ্চতর ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

বরাবর,
মুহতামিম সাহেব সমিপে
মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী
বাড়ি ০৭, রোড ০৪, ব্লক-এইচ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা- ১২১৯

বিষয় : যাকাত গ্রহণের ওয়াকিল নিযুক্ত করার আবেদনপত্র।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

মুহতারাম,
যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি .... আপনাদের মারকাযের .... বিভাগের একজন ছাত্র। আমার অভিভাবকের জন্য মাদরাসার যাবতীয় খরচ প্রদান করা অসম্ভব এবং আমি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। অতএব আমার ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুগ্রহপূর্বক মাদরাসার যাকাত ফান্ড থেকে অনুদান প্রদান করার জন্য আবেদন করছি।

এমর্মে আমি অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত মুহতামিম সাহেব ও তার স্থলাভিসিক্ত দায়িত্বশীলকে এই অধিকার প্রদান করছি যে, তিনি আমার পক্ষ থেকে ওয়াকিল হয়ে যাকাত ও অন্যান্য ওয়াজিব সাদাকাহ গ্রহণ করবেন এবং তা যথা খাতে ব্যয় করবেন।

অতএব, মুহতারাম সমিপে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার উক্ত আবেদন মঞ্জুর করত আমাকে ইলমে দ্বীন হাসিলের সুযোগ প্রদান করে বাধিত করবেন।

নিবেদক :
ছাত্রের স্বাক্ষর :
....
তারিখ : ....
মুহতামিম/দায়িত্বশীলের স্বাক্ষর :
....
তারিখ : ....

বাড়ি-০৭ (২য় তলা), রোড-০৪, ব্লক-এইচ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
01997 702078 info@ciesbd.org

ছবি : ওয়াকলতনামা

৭. উক্ত ওকালতনামার ভিত্তিতে যাকাত তহবিলের টাকা সাধারণ তহবিলে স্থানান্তর হবে। এক্ষেত্রে একাউন্টিং প্রসেস হবে এরূপ-

-যাকাত তহবিলের অর্থ উক্ত তহবিলের ‘ব্যয় খাতা’/‘ব্যায় শিট’ এ এন্ট্রি হবে।

-সাধারণত তহবিলের আয় হিসাবে বিবেচিত হবে। এর জন্য সাধারণ তহবিলের স্বতন্ত্র রশিদ কাটা হবে।

৮. প্রতি বছর মাহে রামাদানের আগে ৩০/২৯ রজব মাদরাসার আর্থিক বিবরণী প্রস্তত করা হবে। এতে উভয় তহবিরের আয়-ব্যয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। উক্ত বিবরণী রামাদানে যাকাত দাতাদের জ্ঞাতার্থে অবহিত করা হবে।

৯. মাদরাসার আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে সাধারণ হিসাববিদের পাশাপাশি একজন বিজ্ঞ শরিআহ কনসালটেন্ট এরও সহায়তা নিতে হবে।

১০. মাদরাসার স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থার জন্য ওয়াকফ সম্পতি গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

আমাদের ঠিকানা:
বাসা: ০৭, রোড: ০৪, ব্লক: এইচ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা

আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে-
ওয়েবসাইট: https://ciesbd.org/
ফেসবুক: https://www.facebook.com/ciesbd.org

যোগাযোগ:
ইমেইল এড্রেস: info@ciesbd.org
মোবাইল: +8801997-702078